R. N. No. 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
২৭শে জুন, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

রিলিজ অর্ডার অমান্যের পেছনে কার হাত?

রঘুনাথগঞ্জ, ২০শে জুন—জঙ্গিপুর মহকুমা সদর হাসপাতালের ইতি ঘোষ নামে জনৈকা নার্স (এ, এন, এম) বদলির নির্দ্দেশ অথবা রিলিজ অর্ডার অমান্য করে দীর্ঘ সাত মাস বহাল তবিয়তে এই হাসপাতালে তাঁর পদ আঁকড়ে ধরে আছেন দেখে জনসাধারণ বিস্মিত হয়েছেন।

প্রকাশ, গত বৎসর এই হাসপাতালের ডাঃ ধ্রুব ভট্টাচার্য্য ইতি ঘোষের বিরুদ্ধে অপমান এবং অভদ্র আচরণের অভিযোগ আনলে সেপ্টেম্বর (১৯৭২) মাসে এ, সি, এম, ও, এইচ ডাঃ রায় তদন্ত করেন এবং শ্রীমতী ঘোষকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তারপর ৩/১১/৭২ তারিখে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শ্রীমতী ঘোষকে বদলির নির্দ্দেশ দেন (মেমো নং—৯৮৮৫/১(৩) এবং এল, আর নার্সের পদে বহরমপুরে যোগদানের নির্দ্দেশ দেন। ঐ একই চিঠিতে ভরতপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শ্রীমতী প্রতিমা ব্যানার্জীকে এ, এন, এম-এর পদে যোগদানের জন্য এই হাসপাতালে বদলি হয়ে আসার নির্দ্দেশ দেন। শ্রীমতী ব্যানার্জী নির্দ্দেশ পাবার পর এখানে চলে আসেন কিন্তু মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের ৩/৪ বার রিমাইণ্ডারের পরও শ্রীমতী ঘোষ এখানে দীর্ঘ সাত মাস থেকে গিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে এস, ডি, এম, ও ডাঃ সাহা শ্রীমতী ঘোষকে রিলিজ করছেন না এবং নাকি করবেন না। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে যে গত ৯ই জুন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শ্রীমতী ঘোষকে ইমিজিয়েট রিলিজ করার জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় ডাঃ ভট্টাচার্য্য, যিনি শ্রীমতী ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন এবং যে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল, বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন কিন্তু বার বার রিলিজের নির্দ্দেশ দেওয়ার পরও শ্রীমতী ঘোষ এখনও এখানে আছেন। তিনি রিলিজ অর্ডার মানছেন না। জনসাধারণের ধারণা তাঁর এই রহস্যের পেছনে নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য হাত রয়েছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে আলোচনা সভা

বহরমপুর, ১৮ই জুন—আজ এখানে মুর্শিদাবাদ জেলা-সমাহর্ত্তা শ্রীরথীন্দ্রনাথ দে-র সভাপতিত্বে তাঁর সভাকক্ষে জেলার খুচরো এবং পাইকারী ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভায় উদ্ভিজ্জ তেল, বনস্পতি, সরিষার তেল, সমস্ত রকমের ডাল, শিশুখাদ্য এবং খোলা বাজারে চিনি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়, মূল্যবৃদ্ধি বিষয়ে ব্যবসায়ীদের বক্তব্য কি, সংকট কোথায়, ক্রেতাসাধারণের বক্তব্য কি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ঐ সভায় জেলার হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোরগুলির পক্ষ থেকেও বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বেশ কিছুদিন থেকেই এই জেলায় শিশুখাদ্য এবং বনস্পতির যোগান চাহিদার তুলনায় কম থাকায় পাওয়া যাচ্ছে না এবং দাম অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে। ডিষ্ট্রিক্ট ফুড কনট্রোলার রেশনে চিনির পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। বাজারে লেখার সাদা কাগজের কোনরূপ মূল্যবৃদ্ধি হয়নি অথবা অভাব নাই বলে জানা যায়।

দল কোন্দল মিটেও মেটেনি, ছিনতাইকারীদের ব্যাপারে পুলিশ নিষ্ক্রিয়

সাগরদীঘি, ২০শে জুন—রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দলের সমস্ত বিরোধ মিটে গিয়েছে বলে ঘোষণা করলেও এখানে কংগ্রেসের দলীয় কোন্দল মাথা চারা দিয়ে উঠেছে। উভয় পক্ষই দলকে ব্যক্তিগত স্বার্থে লাগাবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। গত সপ্তাহে মিসায় আটক ব্যক্তি হাজীপুর জুনিয়র হাই স্কুলের একজন শিক্ষক এবং কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য। কংগ্রেসের এক পক্ষ শিক্ষক ফকির আহমেদকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এক গোপন সূত্রের খবরে প্রকাশ, উপর মহল তাঁর গ্রেপ্তারের ব্যাপারে নিরপেক্ষভাবে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে মন্তব্য করেছেন, যে অভিযোগের ভিত্তিতে ঐ শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই অভিযোগ যদি সত্য হয় তবে তাঁদের বলার কিছুই নাই। যেহেতু হাজীপুর গ্রামের শতকরা ৬০ জন লোকই ঐ শিক্ষকের পক্ষ সমর্থন করছেন সেই হেতু তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি তদন্ত সাপেক্ষ হয়ে পড়েছে। ঐ সূত্র ধরে আরও জানানো হয়েছে যে, কংগ্রেসের উপর মহল এ ব্যাপারে এম, পি লুৎফল হককে ডেকে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর কাছ থেকে জরুরী তলব পেয়ে এম, এল, এ নৃসিংহ মণ্ডল গতকাল কলকাতা ছুটেছেন।

এদিকে কংগ্রেসের অপর পক্ষের সমর্থক বলে বর্ণিত হাজীপুর গ্রামের মদেশ্বর মণ্ডল এবং মুস্তাকিম মণ্ডল নামে দুইজন কুখ্যাত ছিনতাইকারী (যাদের কাজই হলো ৩৪নং জাতীয় সড়কে ছিনতাই, লুঠতরাজ, রাহাজানি ইত্যাদি) আবদুল হাই এবং সাহাদাত হোসেনের বাড়ী চড়াও হয়ে গত ১৪ই জুন রাত্রি আটটা নাগাদ চার রাউণ্ড গুলি চালায়। সৌভাগ্যবশতঃ কেউ হতাহত হন নি। পুলিশ এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গুলি বর্ষণের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার সময় পুলিশ গুলির কথা উল্লেখ করেনি এবং গুলি চালনার ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

ঘটনাগুলি পর পর ঘটে যাওয়ায় সাগরদীঘির রাজনীতিতে ঝড় উঠেছে।

লে-অফ বা তিন মাসের জন্য ছাঁটাই হল না

ফরাক্কা ব্যারেজ—ন্যাশনাল প্রজেক্টস্ কনসট্রাকসন কর্পোরেশন, ফরাক্কা ইউনিটের আটশত ওয়ার্ক-চার্জড্ কর্মী আসন্ন বর্ষার সুযোগে লে-অফ বা তিন মাসের জন্য সাময়িক ছাঁটাই হচ্ছেন না বলে উক্ত সংস্থার ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, ব্রিগেডিয়ার টি, পি, মালা রেড্ডি গত ১৬ই জুন জানান। আরো জানা যায় যে, ফরাক্কা ইউনিটে প্রাপ্ত কাজ শেষ না হওয়া অবধি কেউই ছাঁটাই হচ্ছেন না।

দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে বিক্ষুব্ধ কর্মিগণ রাতদিন গেষ্ট-হাউসের বিভিন্ন গেটে ধর্ণা দেন। লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়ে ধর্ণা তুলে নেয়া হয়। এন, পি, সি, সি-র কর্মিগণ বর্ত্তমানে ফরাক্কায় লক, বাগমারী সাইফন সন্নিহিত নূতন সংযোজন কাজ এবং মালদহে কালিন্দী রেগুলেটারের কাজে নিযুক্ত আছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ শিক্ষায় গ্রহশান্তি ॥

এই রাজ্যের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী জাতকের উপর গ্রহরাজের বৈরীভাব পঁচিশ বৎসরের কসরতে ম্যাট্রিকুলেশন, স্কুল ফাইনাল, উচ্চতর মাধ্যমিক ইত্যাদি রত্ন দশ বা বার বৎসরের ধারণকালেও কাটিয়া উঠে নাই। তাই ২২শে জুনের পাকাপোক্ত গ্রহশান্তির অনুষ্ঠানে গ্রহাচার্যের নূতন ব্যবস্থামত স্কুল ফাইনাল কিংবা শুধু মাধ্যমিক রত্নধারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিক্ষার গণকঠাকুরের কথামত ইতিপূর্বে অঢেল টাকা গেলেও নয়া ব্যবস্থায় আরও যদি বা যায়, আপত্তির কিছু নাই, যদি গ্রহরাজের মৈত্রীদৃষ্টি পড়ে। এবারে মন্ত্রোচ্চারণ কম হইবে; কেন না সিলেবাসের ভার কমান হইতেছে। কেবল ন্যাসেরই প্রাধান্য যেহেতু ব্যবহারিক জ্ঞান যাচাই করা হইবে। টপিক অপেক্ষা সাবজেকটের প্রাধান্য স্বীকৃত হইবে।

এখন পর্যন্ত প্রতিকূল গ্রহফেরে শিক্ষার নৈরাজ্যে ক) পরীক্ষা-নিরীক্ষার চালে পড়িয়া শিক্ষাধারা ধুঁকিতেছে। খ) নবকুশলীদের চিন্তার রেনেসাঁসে মাধ্যমিক শিক্ষাকে ১৯৭৪ সাল হইতে ঢালিয়া সাজানর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যমধ্যশিক্ষা পর্ষদ ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাস রচনায় (যদিও অসম্পূর্ণ) এতদিন অতিবাহিত করিলেন। গ) ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭৪-৭৫ এর জন্য প্রকাশকেরা পাঠ্যপুস্তক অনুমোদিত করণের হাত হইতে রেহাই পাইলেও পরের বৎসর হইতে অনুমোদিত হইতে হইবে। তাহা হইলে নবম ও দশম শ্রেণীতে যুক্তভাবে পাঠ্য বই যদি থাকে, তাহা একবার বিনা অনুমোদনে পড়ান শুরু হইলে পরের বৎসর অনুমোদিত না হইলে ব্যাপার এই দাঁড়াইতে পারে যে, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর পাঠ্য কোন বই একবার কিনিয়া, পরের বার হয়ত অন্য লেখকের ঐ একই বই কিনিতে হইবে। আবার এমনও হইতে পারে যে ১৯৭৪-৭৫ এ যে বই প্রকাশকেরা বাজারে ছাড়িবেন, তাহা পাঠ্য বা অপাঠ্য হউক, পর্ষদের অনুমোদন পরবর্তী বৎসরে পাইবে। ঘ) যে তরফের প্রকাশনাই হউক না কেন, কিছু কিছু অনুমোদিত (কোন্ কৌলীন্যে?) অথচ তথ্যগত প্রমাদপূর্ণ পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। যেহেতু আধুনিক চিকিৎসায় ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধিরা যেমন গাইড-লাইন, তেমনি বর্তমান শিক্ষাধারায় পুস্তকের উৎকর্ষ আছে কি না, তাহার গাইড-লাইন পুস্তক প্রকাশকদের এজেন্টগণ। তাঁহাদের স্থানীয় প্রভাব কিংবা বাচনভঙ্গীতে 'খুব ভাল হয়েছে' মার্কা বই অভূততন্ত্রাবে পাঠ্য হয়।

গ্রহশান্তির জন্য গ্রহাচার্যের ফর্দমত যাঁহারা উপচার যোগাইবেন, সেই সব প্রকাশকদের কাছে অনুরোধ, তাঁহারা তড়িঘড়িতে এমন জগাখিচুড়ি বই বাজারে ছাড়িবেন না যাহা না মুখরোচক, না মানসিক পুষ্টিকারক।

তোমার লাঠিটি আমার ঝাঁটাটি একই সুরে ছিল বাঁধা

এ, পি, পরিবেশিত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ব্রিটেনের পুরুষেরা পত্নী-প্রহার শুরু করিয়াছেন। প্রহার-জর্জরিতা মার্জারাক্ষী স্বর্ণকেশী যোষিৎকুল স্বামীগৃহে গৃহিণীপনার মৌরসীপাট্টা ভোগ হইতে ছিন্নমূল হইয়া গা-গতরের ব্যথায় কাতরাইতে কাতরাইতে লণ্ডনের একটি বাড়িতে আশ্রয় লইতেছেন। এই বাড়ি তাঁহাদের জন্যই নির্দিষ্ট। প্রহারের চোটে কুললনাদের দাঁত-নাক ভাঙ্গিতেছে, আহত অঙ্গে সেলাই দিতে হইতেছে।

কতদিন হইতে এইরূপ বীরত্বের কর্মকাণ্ড চলিতেছে তাহা খবরে বলা না হইলেও ব্রিটিশ পুঙ্গবদের মারমুখী মানসিকতার সম্পর্কে গবেষণালব্ধ ফল এই যে, এই সব বীরেরা বাস্তব জীবনে বহু-রকমের মার খাইয়া যে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতেছেন, তাহার হাত এড়াইতে গৃহকোণে পত্নী অঙ্গে বিক্রম প্রকাশ করিতেছেন। বলা হইয়াছে, ইহা একটি মানসিক রোগ।

রোগ অবশ্যই। 'রাণীর রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না'—কালের অমোঘ নিয়মে বৃটিশের সেই সদম্ভ উক্তির দিন আর নাই। সারা দুনিয়ার উপর প্রভুত্ব চলিয়া গিয়াছে। বরং ব্রিটেন আজ এমনই কোণঠাসা এবং মার্কিন-মহাজনের বশংবদ খাতক হইয়াছে যে, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সেরও আন্তর্জাতিক দরবারে যতটা ক্ষমতা আছে, তাহার নাই। ভারতের রক্তচোষা সাধের গৌরাঙ্গে কে যেন নুনের ছিটা দিয়া জ্বালা ধরাইয়াছে। রুল ঘুরাইয়া বাঁকা-ঠোঁটে চার্চিলী ঢং এ চুরুট চাপিয়া 'ট' বর্গীয় প্রাধান্যযুক্ত শব্দোচ্চারণ 'নেটিভ'কুল আর শুনিতেছে না। রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির পঙ্গুদশা লইয়া ব্রিটিশ বিলুপ্ত জমিদারীর কোন অন্তঃসারশূন্য রায় সাহেব বা রায় বাহাদুরের মত বাহ্যিক জৌলুষ রাখার পণ্ডপ্রচেষ্টা চালাইতেছে। তাহার ঠাট-বাট ঠাট্টার সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। 'ঠ্যাং-এর উপর ঠ্যাংটি দিয়ে, খেতে বাবা দুধে-ঘিয়ে, তখন লাগতনাক লাজ'—সেই চিরাভ্যস্ত 'নানা রঙের দিনগুলি'-র অন্তর্দ্ধানে রুদ্ধ আক্রোশ তথা আফশোষ সম্ভবতঃ চূড়ান্ত একটা মানসিক বিকারের পথ ধরিয়াছে।

কিন্তু ইংরাজ রমণীকুল এমন অবোলা-অবলা হইলেন কি করিয়া? পুরুষের লাঠি খাইতে খাইতে একান্ত নিরুপায় কোন কোন বঙ্গললনা স্বামীপৃষ্ঠে সম্মার্জনী প্রয়োগ করিতেন বলিয়া শুনা যায়। পাতিব্রত্য ভঙ্গের আশঙ্কায় ব্রিটেন বধূরা এই পথ অবলম্বনে নারাজ কেন জানি না। তবে আইন মোতাবেক কাজ করিতে গেলে হয়ত অপর কোন 'লক্ষ্মীহীনা' আসিয়া ভাণ্ডার ঘরের দখল লইতে পারে, তাহাও অসহ্য। পত্নীনির্যাতনের সে দিন আর নাই। কিন্তু ব্রিটেনের পুরুষেরা যখন নিবৃত্ত হইতেছেন না, তখন পতিদেবতার এই সোহাগের বদলা দিতে তাঁহারা যদি একবার কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঝাঁটা হাতে নাসারন্ধ্র ফুলাইয়া কিঞ্চিৎ ফুঁসিয়া উঠিতে পারেন, ব্রিটেন-বীরেরা তৎক্ষণাৎ 'মহামন্ত্রবলে যথা নম্রশিরঃ ফণী' হইয়া পড়িবেন নিঃসন্দেহে।

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

ট্রেণের ইঞ্জিনের আগুনে গ্রাম দাহ

গত পূর্ব্ব বুধবার বৈকালে বি,-এ,-কে, লাইনের ২৯নং আপ ট্রেণ জঙ্গিপুর রোডের ১ মাইল ডাউনে অবস্থিত খুড়িরপাড়া গ্রামের নিকট ইঞ্জিনের কয়লা ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিল। কয়লার সহিত আগুনের ফিন্‌কি লাইনের নিকটবর্ত্তী এক গোয়াল ঘরের চালে পড়ে। ট্রেণখানি জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে পৌছিতে না পৌছিতেই আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামখানি ভস্মীভূত হইয়া যায়। ষ্টেশন হইতে বাবুরা ছুটিয়া আইসেন কিন্তু বেগতিক দেখিয়া ফিরিয়া যান। গ্রামবাসীরা সকলেই নিরক্ষর নিঃস্ব গরিব। তাহারা ট্রেণের ড্রাইভার মহাশয়ের অসাবধানতার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইল। ইহার কি কোনও প্রতিকার নাই?

জঙ্গিপুর সংবাদ
৫।১।১৩২৪ ইং ১৮।৪।১৯১৭

হিসাবসংক্রান্ত গোলযোগ

নিমতিতা, ২৪শে জুন—গত ২৩শে জুন নিমতিতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হিসাবসংক্রান্ত গোলযোগের ফলে নিয়োজিত হিসাব পরীক্ষক (অডিটর) বিদ্যালয়ের সমস্ত হিসাবসংক্রান্ত খাতাপত্র আটক করে নিয়ে গিয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ, উক্ত বিদ্যালয়ের হিসাবাদি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে জনসাধারণের মধ্যে কানাঘুষা চলছিল এবং গত ২।৩ বছরের অডিট রিপোর্টেও নাকি হিসাবে ক্রটির কথা উল্লেখ আছে।

শিক্ষণ শিবির

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে জুন—ফরাক্কার ফ্যামিলি এণ্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার এর পরিচালনায় বেনিয়াগ্রাম অরুণোদয় ক্লাবে একপক্ষকালব্যাপী এক শিক্ষণ-শিবিরের শুভসূচনা হয় গত ১২।৬।৭৩। বিভিন্ন রকমের হস্তশিল্প, সেলাই, নানাবিধ রান্না ও খাদ্যের পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও তার উপকারিতা, নবজাত সন্তান ও মায়েদের স্বাস্থ্য ও তাদের যত্ন প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা দান করা হয়। এতে ১৫টি মহিলা শিক্ষাগ্রহণ কোরছেন এবং আগামী ২৭।৬।৭৩ পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হবে।

THE FOOD CORPORATION OF INDIA.
OFFICE OF THE DISTRICT MANAGER.
MURSHIDABAD. P.O. KHAGRA.

Ref. No. F/10-'73/Storage/SA/154/FCI

Dated, 15th June, 1973

TENDER NOTICE

Sealed Tenders in double sealed covers (both the covers to be addressed to the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad) are invited from experienced and bonafide persens/firms, having suitable Godowns for Storing foodgrains (including dal/potato/mustard-seed etc.) and gunnies, to work as Storing agents at the following places ;—

Location	Capacity :
1) At or near about Raninagar Police Station preferably on the main road.	1000 M. T,
2) At or near about Bhagwangola, preferably on the main road.	1000 M. T. (approx.)
3) At or near about Jiaganj, preferably on the main road.	1000 M. T. with provision for another 1000 M. T.
4) At or near about Aurangabad preferably on the main road.	1000 M. T.
5) At or near about Berhampore Town preferably on the main road.	3000 M. T, with provision for another 2000 M. T.

Tender forms with full details can be had on payment of Rs. 15=00 per set in cash from the office of the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad between 11 A. M. and 2 P. M. every working day (excepting on Saturday) from 2. 7. 73 to 16. 7. 73.

Tenders should specifically mention the location and capacity of their Godowns and show proof of their possession of the Godowns. They should furnish Rs. 1000=00 as earnest money in the form of Demand Draft/Deposit at call Receipt on State Bank of India/Scheduled Bank in favour of the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad.

Tenders alongwith earnest money should reach the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad before 2 P. M. on the 18th July '73 and the same will be opened on the same day at 2-30 P. M. by the District Manager in presence of those of the tenderers or their authorised representatives, who may be persent at the time of opening the tenders.

Successful tenderers will have to execute agreement in the model form with the F.C.I. and furnish a security deposit of Rs. 10,000=00 in approved securities duly pledged.

The District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning any reason.

15/6/73

P. B. Mukherjee,
District Manager,
Food Corporation of India, Murshidabad.

রান্নায় আনন্দ

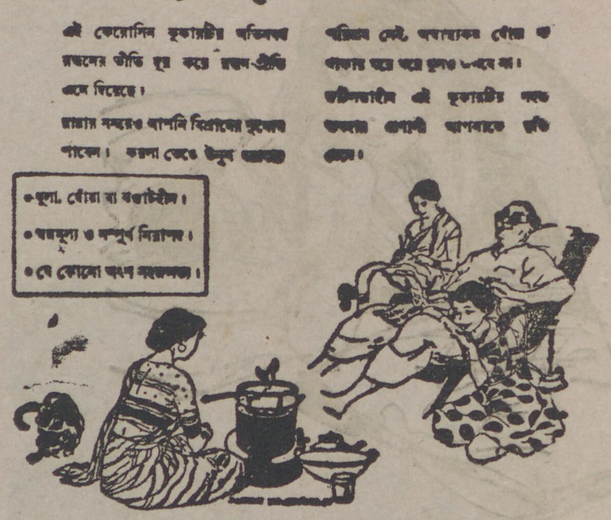

খাস জনতা

॥ রহস্যজনক চুরি ॥

সাগরদীঘি, ২১শে জুন—গত রাত্রে স্থানীয় রোডস অফিস এলাকা থেকে কালভার্টের দুটো প্লেট রহস্যজনকভাবে চুরি গিয়েছে। ঐ প্লেট দুটো বহু পুরনো এবং এত ভারী ছিল যে ৭/৮ জন লোক ছাড়া একটা প্লেট তোলা সম্ভব ছিল না। এস, এম, জি, আর রোডের মোগলমারী ব্রীজ থেকে গত বৎসর প্লেট দুটো খুলে এনে এখানে রাখা হয়েছিল। ঘটনার দিন দুইজন নাইট গার্ড থাকা সত্ত্বেও কিভাবে প্লেট দুটো চুরি গেল কেউ বুঝতে পারছেন না। থানায় ডায়রী করা হয়েছে, তদন্ত চলছে।

॥ রাস্তার দুরবস্থা ॥

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে জুন—স্থানীয় গাড়ী ঘাটের অস্থায়ী পুল বর্ষায় গঙ্গার জল বাড়ার ফলে তুলে নেওয়ায় গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের বোল্ডার-বাহী ট্রাকগুলি সরাসরি গন্তব্যস্থলে পৌছাতে পারছে না। সেই সমস্ত বোল্ডার মিঞাপুর থেকে উমরপুর কচুর হাট পর্যন্ত জনবহুল রাস্তার দুই পাশে বিপজ্জনকভাবে ছড়িয়ে রাখার ফলে যানবাহন চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। মাঝে মাঝে রাস্তায় ট্রাক থামিয়ে বোল্ডার খালাস করা হচ্ছে। ফলে যে কোন সময় বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। খড়খড়ি ব্রীজের উপর সম্প্রতি যে দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে, এই রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটলে তা আরও মর্মন্তুদ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

* * *

মির্জাপুর, ২৪শে জুন—এস, এম, জি, আর রোড পাঁচনপাড়া থেকে রঘুনাথগঞ্জ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের গাফিলতির ফলে চলাচলের অনুপযুক্ত হতে চলেছে। ঐ অংশে রাস্তায় গর্ত সৃষ্টি হওয়ায় যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং যাত্রীসাধারণের দুর্ভোগ বাড়ছে। মোগলমারী ব্রীজের দক্ষিণদিকের রাস্তা বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। যে কোন সময় বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন জানিয়ে দীর্ঘদিন পরেও আশানুরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অথচ রাস্তায় কার্পেটিং করে ব্রীজের উভয় পার্শ্বে ভূমিক্ষয় রোধের ব্যবস্থা করলে সহজেই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

জমি নিয়ে দুই দলে সংঘর্ষ, লাঠি ও টাঙ্গির আঘাতে ৫ জন আহত

নবগ্রাম, ২০শে জুন—গতকাল এই থানার পলষণ্ডায় প্রসিদ্ধ তেল ব্যবসায়ী শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষের পেট্রল পাম্পে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে ৫ জন গুরুতরভাবে জখম হয়। সংঘর্ষের সময় লাঠি, টাঙ্গি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় বলে এখানে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, পেট্রল পাম্পের পাশে মঙ্গল ঘোষ নামে জনৈক গোয়ালা সরকারের কাছ থেকে কয়েক কাঠা খাস জমি রায়তি স্বত্বে লাভ করে এবং সেই জমির উপর সে একটি হোটেল চালু করে। সম্প্রতি সে হোটেলটি বন্ধ করে দেয় এবং বাড়ী সমেত খাস জমি একজনের কাছে বিক্রী করে। তার এই কাজের জন্য পাম্পের জনৈক কর্মচারী তাকে মারধোর করে এবং খাস জমি বিক্রী করে আইন অমান্য করেছে বলে জানালে গতকাল রামচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে একদল গোয়ালা লাঠিসোটা নিয়ে পাম্পে হানা দিয়ে কর্মচারীদের মারধোর করতে গেলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। টাঙ্গির আঘাতে রামচন্দ্র ঘোষ এবং লাঠির আঘাতে আরও চারজন গুরুতর-ভাবে জখম হয়। তাদেরকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে রামচন্দ্রের অবস্থা আশংকাজনক। পুলিশীসূত্রে বলা হয়েছে যে সংঘর্ষকারীরা সকলেই ইটোর গ্রামের বড় এবং ছোট বাথানের গোয়ালা। গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া যায়নি।

দোকান ও সংস্থা আইনে সাজা

রঘুনাথগঞ্জ, ২০শে জুন—জঙ্গিপুর দোকান ও সংস্থা পরিদর্শক শ্রীবি, এন, চক্রবর্ত্তীর অভিযোগক্রমে স্থানীয় 'ছায়াবাণী' সিনেমার সত্বাধিকারী শ্রীচন্দ্রশেখর সিংহ রায় এবং ইনচার্জ শ্রীস্বপন সিংহ রায় দোকান ও সংস্থা আইনের ১৮, ১৭(১), ১৬ (৪) ও ১৬ (৬) ধারায় দোষ স্বীকার করায় জঙ্গিপুরের সাবডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীডি, কে, চন্দ্র আজ আসামীদের ২০০ টাকা জরিমানা করেছেন। অভিযোগে প্রকাশ, উক্ত সংস্থা সাতজন কর্মচারীকে নিয়োগপত্র দেননি, কর্মচারীদের খাতা এবং ছুটির খাতা রাখেননি, কর্মচারীদের ছুটির নোটীশ টাঙ্গাননি, কর্মচারীর সংখ্যা পরিবর্ত্তন রেজেষ্ট্রারীং অথরিটিকে জানাননি এবং নির্দ্ধারিত সময়ে রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট রি-নিউ করাননি।

সুদিন আগত ঐ

রাজ্যবাসীদের আশ্বস্ত হওয়ার কথা। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা যেন মজুতদার, কালোবাজারী, সমাজ-বিরোধীদের সম্পর্কে দৃঢ় ব্যবস্থা নেন। এক পত্রে তিনি রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের বলেছেন যে, তাঁদের সরকার যেন উল্লেখিত দুষ্কৃতকারীদের জন্য অত্যাবশ্যক পণ্য আইন, ফৌজদারী বা অপরাপর আইন প্রয়োগ করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সরকার কী করছেন বা করবেন তা জনগণ জানেন না, জানতে চানও না। তবে জিনিসের দর বেড়েই যাচ্ছে; জিনিসের যোগান কম থাকার জন্যে দর বাড়ছে। অথচ জিনিসের অভাব নাকি থাকার কথাই নয়; এ অভাব কৃত্রিম; বলা হচ্ছে সে কাজ অতিলোভী মুনাফাবাজ-ফাটকাকারবারী-দের। সরকারী নির্দেশে তাদের দিন ফুরোবে। কেন না অতঃপর এই নির্দেশনায় রাজ্য সরকারসমূহ কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। অতএব সুদিন আগত ঐ।

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

তদন্ত আদালতের রায়ে বলা হয়েছে যে, ১৯৭২ এর ১৪ই জুন দিল্লীর কাছে জাপানী বিমান দুর্ঘটনার মূলে ছিল পাইলটের ভুল।

—বিমান-যাত্রীরা নিশ্চয়ই ভাবেন, পাইলট-কৃপায় যদি লট্ (ভাগ্য) পাই, তবেই গন্তব্যস্থানে যেতে পারবো।

* * *

টোরোণ্টোর ইয়র্ক হোটেলে শ্রীমতী গান্ধীকে যে ব্যক্তি আক্রমণের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ছুটে যায়, তাতে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে, তিনি মোটেই ভয় পাননি।

—মুখের কথাটি শুনেছি আমরা, শুনিনি মনের কথা।

* * *

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ৫ই মে-র শিক্ষাসংক্রান্ত যে বৈঠক ডাকেন, তাতে ১৯ জন সদস্য এসেছিলেন; ১০ জন আসেননি বলে সমালোচনা হয়েছে।

—বৈঠকে যোগ না দিলে ঠক বৈ কিছু নয় নাকি?

* * *

পৃথিবী-মহাকাশ সাংবাদিক বৈঠকে বলা হয়েছে যে, মানুষ দীর্ঘকাল নিরাপদে মহাকাশে থাকতে পারবে।

—মর্ত্যধামের আপদুদ্ধার স্তব সার্থক হল।

* * *

করমুক্ত অনুরাগ—সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখে মৎপুত্র হাবার উক্তি:
অনুরাগ মুক্ত করলে রাগ হবে যে!

* * *

লক্ষাধিক টাকা তছরূপের দায়ে সম্বলপুর জেলার ইউনাইটেড কমারশিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রী এন, জি, মূরতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

—মূরতি 'তোমার মধুর মূরতি হেরিনু' ব্যাঙ্ক-খাতাতে।

পরলোকে ননী ডাক্তার

মোড়গ্রাম, ২৬শে জুন—মোড়গ্রামের ডাঃ বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী গতকাল সকালে সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর বৎসর। তিনি তাঁর অঞ্চলে ননী ডাক্তার নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন কৈয়োর হাসপাতালের চিকিৎসক ছিলেন। স্বল্পভাষী, বিনম্র গম্ভীর প্রকৃতির এই মানুষটি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সমধিক ছিল। স্থানীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা রেখে গিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক এবং চিকিৎসক। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

অফিস আছে অফিসার নাই

নিমতিতা, ১০ই জুন—সুতী নং ব্লকে প্রায় ৬ মাস থেকে বি, ডি, ও নাই। ফলে স্থানীয় জনসাধারণকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইতিপূর্বে যিনি ছিলেন অন্যত্র বদলি হয়ে যাওয়ায় আর কোন অফিসার ঐ পদে যোগ দেননি।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত